খেয়া

স্থাপিত - ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2017-2019

• Vol 07 • Issue 10 • 15 October 2018 • Price Rs. 2.00 •

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই

শারদ শুভেচ্ছা, দীপাবলির শুভকামনা, বিজয়ার প্রণাম-কোলাকুলি-ভালোবাসা।

২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা- একটি প্রতিবেদন

গত ৭ অক্টোবর সন্ধে ৬ টায় বিদ্যালয়ের হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সুধীরঞ্জন সেনগুপ্তের ('৬৬) সভাপতিত্বে এই সভায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শারদোৎসবের মুখে মুখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় উপস্থিতির হার বেশ একটু কমই ছিল।

সম্পাদক শৌভিক ঘোষ তার সম্পাদকীয় রিপোর্ট প্রথমে পেশ করেন। অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ('৫৮) প্রস্তাবটি করেন এবং প্রতীপ মুখোপাধ্যায় ('৮৬) তা সমর্থন করেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনটি গত খেয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে শৌভিক উপস্থিত সদস্যদের সঙ্গে কথোপকথনের ঢঙে তার সমগ্র আলোচনাটি চালিয়ে যান। উঠে আসে তহবিল প্রসঙ্গ এবং বিদ্যালয়ের সামনের অংশের সৌন্দর্যায়নের জন্য অর্থ-ঘাটতির কথা।

কোষাধ্যক্ষ শান্তনু বসু ('৮৭) ২০১৭-১৮ এর আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন এবং তা বিশ্লেষণ করে দেখান সভায়। প্রস্তাবক ছিলেন অশোককুমার নাথ ('৬৪) এবং প্রস্তাবের সমর্থক অর্ণব ভট্টাচার্য (৮৫)।

M.M. Mitra & Associates কোম্পানি অডিটর হিসেবে একই খরচে কাজ চালিয়ে যাবে এবারেও - এই প্রস্তাব করেন সুভাষ কুমার বোস ('৪৯)। শান্তনু চ্যাটার্জী ('৮৩) তা সমর্থন করেন।

পুনর্মিলন উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে তহবিল সংগ্রহে গুরুত্ব আরোপ এবং তদুপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন -

কোষাধ্যক্ষ শান্তনু বসু ('৮৭) বিশেষ জোর দেন কমিটির ক্রমহ্রাসমান তহবিলের উপর। সেই কারণে একটা তহবিল-সমৃদ্ধি অনুষ্ঠানের যে সিদ্ধান্ত জিবিতে গৃহীত হয়েছে, তার কথা উত্থাপন

পরপৃষ্ঠায়

করেন শান্তনু। সেটা নাট্যোৎসব ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে কিনা সে ব্যাপারে সভায় কথা ওঠে। নাট্যোৎসবের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দেন পূর্বতন সম্পাদক রজত ঘোষ ('৮৫)। শান্তনু চ্যাটার্জী ('৮৩) অনুষ্ঠানটি কর্পোরেট-স্পনসরড এবং কোনো অভিজাত ক্লাবে করার বিষয়ে ভাবার কথা বলেন।

শেষ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য একটি এক্সটেনডেড কমিটি তৈরির কথা ঘোষিত হয়, যা অ্যালমনি কর্মসমিতি স্থির করবে। এই অনুষ্ঠানে খাটাবার টাকা অ্যালমনি তার সভাঘরের বর্তমান ফান্ড থেকে ব্যয় করবে - উপস্থিত সদস্যরা এর পক্ষে মত দেন।

বেনেভোলেন্ট ফান্ড প্রাক্তনী কল্যাণমুখী তহবিল, তা বিদ্যালয় সৌন্দর্যায়নে ভাঙা যাবে না --

সম্পাদক শৌভিক বেনেভোলেন্ট বা প্রাক্তনী-কল্যাণ অর্থতহবিলের টাকা সাধারণ তহবিলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগের সৌন্দর্যায়নের কাজের খরচ করার প্রস্তাব আনলে তার বিরোধিতা করেন শান্তনু চট্টোপাধ্যায় ('৮৩), সুদীপ সরকার ('৯১)। তবে সেই স্থায়ী আমানতের সুদ ব্যবহারের পক্ষে সভা মত দেয়। কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ও কল্যাণ তহবিলের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর জোর দেন। সুদীপ সরকার সামনের কাজের জন্য একটা রূপরেখা প্রস্তুত করতে বলেন। দেবপ্রসন্ন সিংহ ('৬৭) কল্যাণ তহবিলকে দুঃস্থ প্রাক্তনীদের অসময়ের খাত বলে উল্লেখ করেন। এটা বিদ্যালয় উন্নয়নের তহবিল নয়। তহবিল বৃদ্ধির জন্য নাট্যোৎসবের উপযোগিতার উপর বিশেষ জোর দেন তিনি।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাঘরের তহবিল থেকে সভাকক্ষের আসবাবপত্র আধুনিকীকরণ --

দেবদীপ দে ('৮৭) উপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাগৃহের অন্তর্বর্তী আসবাব আধুনিকীকরণের ওপর আলোকপাত করেন। সদস্যরা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অ্যালমনির ২০১৪ সালের সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুসারেই অ্যালমনি চলবে --

শান্তনু চ্যাটার্জী গঠনতন্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে সভাপতি ঘোষণা করেন ২০১৪-এ গৃহীত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠন তার কাজ চালাবে। সহ-সভাপতি স্বপন রায় চৌধুরী সহমত পোষণ করেন। সভা এতে দ্বিমত করেনি।

কপিল রজক ও সোহম ঘোষ কর্মসমিতি থেকে পদত্যাগের পর দেবপ্রসন্ন সিংহ ('৬৭) এবং রজনী মুখার্জী (৬৮) কর্মসমিতিতে সহ-নির্বাচিত হয়েছেন। সভা তা অনুমোদন করে।

সভাপতি এবং সহসভাপতির উপস্থিতিতে সভায় সম্পাদক শৌভিক কুমার ঘোষ তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে পদত্যাগপত্র পেশ করেন, যেখানে তিনি জানিয়েছেন - সম্পাদক পদে তিনি থাকবেন না, কর্মসমিতির সদস্য হিসেবে কাজ চালাবেন। কিন্তু শৌভিকের পদত্যাগ সাধারণ সভায় নয়, অ্যালমনির কর্মসমিতিতেই সম্পন্ন হওয়া উচিত - সংবিধান অনুসারে এ মত সভায় জ্ঞাপিত হয়।

এরপর ধন্যবাদজ্ঞাপন পালা সাঙ্গ করেন সভাপতি। সমগ্র সভাটি বিধ্বংসী বিতর্কমূলক না হয়ে আলোচনামুখী এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হয়, প্রাক্তনীরা সংগঠনের ভালোমন্দ বিষয়ে এতটা গঠনমূলক আলোচনা করেন, যা সত্যিই প্রশংসার্হ।

সমগ্র অনুষ্ঠানের সঙ্গে ছিল মিও আমরের কেক প্যাডিস। মিও আমরের প্যাকেটটি সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্তের ভালোবাসার ফসল। আলোচনায় কয়েকবার চা পরিবেশিত হয়।

প্রতিবেদক - সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ('৮৫)

২৩তম অ্যালমনি পুরস্কার ২০১৮

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিদ্যালয়ের অ্যালমনি পুরস্কার অনুষ্ঠানটি বিদ্যালয়ের হলঘরে সম্পন্ন হয়। আহ্বায়ক সুকমল ঘোষের নেতৃত্বে অনুষ্ঠানটি একটা উৎসবে পরিণত হয়েছিল। প্রাক্তনীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত ('৬৬), দেবপ্রসন্ন সিংহ ('৬৭), প্রতীপ মুখোপাধ্যায় ('৮৫), সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ('৮৫), শান্তনু বসু ('৮৫), পার্থ রায় ('৮৭), দেবদীপ দে ('৮৫) প্রমুখ সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

দুটি পর্বে এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। প্রথমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ৮০ শতাংশ প্রাপক ছাত্রদের অ্যালমনি পুরস্কার মেমেন্টো সহযোগে এবং পরে বিভিন্ন প্রাক্তন ছাত্রদের ও পরিবারের দেওয়া স্মারক অর্থ পুরস্কার।

শিক্ষকমশাই শ্রী চন্দন চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় পুষ্পস্তবক, পাঞ্জাবি-পায়জামা, সার্টিফিকেট সহযোগে। মাস্টারমশাই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানান, ধন্যবাদ দেন প্রাক্তনী সংগঠনকে।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রাক্তনী ঋক ধর্মপাল বন্দ্যোপাধ্যায়(২০১৬)। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মঞ্চে প্রাক্তনী ইন্দ্রনীল সরকার ('৯২)।

প্রায় ৭১ হাজার টাকার পুরস্কারমূল্যের চেক বিভিন্ন কৃতীকে ভাগ করে দেওয়া হয়। মেমেন্টো ইত্যাদি বাবদ আরও প্রায় হাজার দশেক টাকা পুরস্কার বাবদ ব্যয়িত।

দ্রষ্টব্য ঃ এবার নতুন সংযোজিত একটি পুরস্কার --

শৈলেন্দ্রনাথ সেন স্মারক বৃত্তি ঃ উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগে ইতিহাসে বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপক অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫০০ টাকার চেক দেওয়া হয়।

প্রতিবেদক - পার্থ রায় ('৮৭)

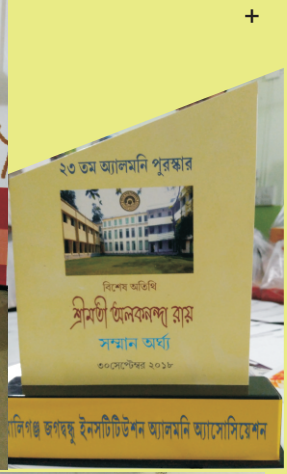

পরমপ্রিয় মাস্টারমশাই শ্রী চন্দন চট্টোপাধ্যায় সমীপেষু

বিদ্বৎকুল সমাজপতিদের পক্ষ থেকে আপনার কৃতবিদ্যতার জন্য এ কোনো অভিজ্ঞানপত্র নয় স্যার। এ এক আন্তরিক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসার স্বীকৃতিপত্র - যে স্বীকৃতির মূল্য জীবনের কড়ায়গন্ডার বাজারে কানাকড়িমাত্র, কিন্তু আপনার সত্তার গভীর অন্তরালের 'আমি'র কাছে এর যত আবেদন-আবদার। অর্ধেক জীবন ধরে যাদের ছোটো থেকে বড়ো করে তুললেন, অর্ধমানুষ থেকে মানুষ ক'রে গড়লেন, তারা বড়ো হ'য়েও আপনার হাত ছাড়তে নারাজ, সেকথা বলতে চেয়েই তারা লিখছে প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের প্রতি তাদের ভালোবাসার এ স্বীকৃতিপত্র।

এক সুদীর্ঘ সময়-সরণি। জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের লম্বা করিডর। হেঁটে চলেছেন স্যার। শ্রেণিকক্ষে হল্লা, পদশব্দ করিডরে থমকে দাঁড়ায়, মুহূর্তে হল্লা স্তব্ধ - এক নীরব সম্মাননা। গুঞ্জন 'চন্দনবাবু'। আবার করিডরে পদচারণা, শ্রেণিকক্ষের পর শ্রেণিকক্ষ পেরিয়ে - একসময় পেরিয়ে গেলেন শিক্ষকজীবনের দীর্ঘ পথ। আপনার কর্মজীবনের অবসানেও আপনার সেই সমস্ত অননুকরণীয় ভঙ্গি ও শৈলী আমাদের হৃদয় জয় করে রেখেছে। কখনও পাঠে, কখনও মাঠে, কখনও নীরস অভিভাবক, কখনও রসেবশে বন্ধু হিসেবে - 'চন্দনবাবু'তে আমরা আজও মজে আছি।

আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি প্রাক্তনীর বয়ঃজ্যেষ্ঠদের পক্ষ থেকে। আর যারা আমরা আপনার ছাত্র ছিলাম - তারা সর্বান্তকরণে চাই আপনার সুস্থ সবল নিরোগ কর্মময় জীবন।

নমস্কার সহ -

সদস্যবৃন্দ

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

খেয়া এবার
নিখরচায় ছেপে দিচ্ছে
প্রিন্ট গ্যালারি প্রেস
8981752100

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.